দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 APR ২০০৯

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে দেশের মাদ্রাসাগুলোর সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির লক্ষ্যে তার পাঠ্যক্রমে আধুনিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কওমী ধারার আলেমদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ প্রত্যাশিত এফিলিয়েটিং আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলেও ঘোষণা দেন। এছাড়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের আশ্বাসও দেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার কওমী ধারার মাদ্রাসাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে তাদের বক্তব্য শোনেন এবং এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান। জঙ্গী খোঁজার নামে মাদ্রাসায় ঢালাও তল্লাশি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, পাইকারীভাবে মাদ্রাসায় হয়রানিমূলক তল্লাশি চালানো হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। দু'একটি প্রতিষ্ঠানে কোন বিপথগামী লোক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালালেও ঢালাওভাবে কওমী মাদ্রাসাকে এজন্য দায়ী করা চলে না। এ প্রসঙ্গে তিনি খবরা-খবর প্রদানের জন্য মাদ্রাসার লোকদের নিয়ে কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ দু'ঘন্টাকাল সময় ধরে কওমী মাদ্রাসা প্রতিনিধিবর্গ ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দের বক্তব্য অখণ্ড মনোযোগ ও অসীম ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করেন এবং দিলখোলা ও আন্তরিক আলাপচারিতায় অংশ নেন। দেশের মাদ্রাসাগুলো থেকে যাতে যোগ্য, দক্ষ ও শান্তিপরায়ণ নাগরিক গড়ে উঠতে পারে এবং তারা যাতে বিভিন্ন স্থানে চাকরি করতে পারে, সেজন্য কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ঠিক রেখে বৈষয়িক বিষয়াবলীর সংযুক্তির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা যে অত্যন্ত বাস্তবোচিত ও সময়োপযোগী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া এদেশের মানুষের প্রাণের দাবী এফিলিয়েটিং আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষা কমিশনে আলিয়া ও কওমী ধারার মাদ্রাসা থেকে একজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং আসন্ন বাজেটে এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা বর্তমান বাস্তবতায় ইতিবাচক ও যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে। কিছু বিপথগামী লোকের অপতৎপরতার দায় ঢালাওভাবে মাদ্রাসার কাঁধে না চাপিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দূরদর্শিতাপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন, তা নিঃসন্দেহে তার রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও পরিপক্বতার পরিচায়ক। মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় জঙ্গী খোঁজার নামে হয়রানিমূলক তল্লাশি অভিযান পাইকারীভাবে চালানো হচ্ছে না ও হবে না- শীর্ষক প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে সরকারের প্রতি ধর্মপ্রাণ জনগণের আস্থা একদিকে যেমন বাড়বে, অপরদিকে তেমনি দেশে উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশও নিশ্চিত হবে।

শত শত বছর ধরে শান্তির ধর্ম ইসলামের সুমহান শিক্ষা এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাগুলো পালন করে চলেছে অগ্রণী ভূমিকা। আলোকিত মানুষ গড়ার শিক্ষাঙ্গন সেই মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত বিষোদগারে নেমেছে এক শ্রেণীর মিডিয়া, রাজনীতিবিদ ও মতলবী কিছু লোক। এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার মতলবে তারা মাদ্রাসাগুলোর সাথে সন্ত্রাস তথা জঙ্গীবাদের সম্পর্ক আবিষ্কারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। নানা প্রকার বিভ্রান্তি অপপ্রচার স্বকপোলকল্পিত কাহিনী এবং আজগুবি তথ্যের ফানুস উড়িয়ে সরকারকে বিভ্রান্ত করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রোপাগান্ডার এই যুগে বিভ্রান্তির ধূম্রজালের শিকার হয়ে বোধ-বিবেচনা গুলিয়ে ফেলে অনেক এলেমদার, এমনকি সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত দায়িত্বশীল কিছু ব্যক্তিও অসলগ্ন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করেছেন- যা তাদের পক্ষে কোনভাবেই মানায় না। বলাবাহুল্য, মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চিহ্নিত স্বার্থবাদী মহলের ক্রমাগত বিদ্বেষমূলক ও নেতিবাচক প্রচারণা পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তোলে। কওমী মাদ্রাসা প্রতিনিধিবর্গ ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রীর এই যুগান্তকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠকের পর বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সকল অপচেষ্টা নস্যাৎ এবং যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে বলে আমরা আশা করি। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বীনচর্চার পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে জড়িয়ে অপরাজনীতির চিরসমাপ্তি ঘটুক- এটাই জনগণের প্রত্যাশা। মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন ঘোষণা সকল মাদ্রাসা ছাত্র, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করবে। যুগোপযোগী ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত আশ্বাসগুলো যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থবহ হয় যে কোন প্রতিশ্রুতি অথবা আশ্বাস। বাস্তবে রূপায়িত না হলে কোন প্রতিশ্রুতিই পরিপূর্ণতা পায় না। ফলে আস্থার সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরী হয়। পরিণতিতে অনেকের আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের সময় মার্কিন প্রশাসন যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান পুনর্গঠনের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পরবর্তীতে তারা তা ভুলে যায়। আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সেই বিস্মৃত প্রতিশ্রুতিরই ফল। প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাদ্রাসা প্রতিনিধিবর্গ ও জমিয়াত নেতৃবৃন্দের সফল বৈঠকের মধ্য দিয়ে সমন্বয় সৃষ্টির যে ধারাবাহিকতা সূচিত হল ভবিষ্যতে তাকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। এক বৈঠকে শেষ নয়, প্রয়োজনে আরো বৈঠক করতে হবে। আলোচ্য বৈঠকে কওমী মাদ্রাসার যেসব প্রতিনিধি অংশ নিতে পারেননি, পরবর্তী বৈঠকগুলোতে তাদের শরীক করতে হবে। জনগণ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ধর্মপরায়ণতায় আস্থাশীল হয়ে মহাজোটকে জয়যুক্ত করে ক্ষমতায় এনেছে। বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে, এটাই প্রত্যাশিত। প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার দীর্ঘদিনের সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা এবং এর সুষ্ঠু বিকাশের বিষয়াদি যথাযথ গুরুত্ব লাভ করল। এ পর্যায়ে আরো বৈঠকের প্রয়োজন হতে পারে। আর আলোচনা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুর মাধ্যমে আস্থার পরিবেশ যাতে আরো জোরদার হয়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে।